ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 153 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩০৯ ● কলকাতা ● ০১ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১৮ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## কল্যাণের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে', জানিয়ে দিলেন রাজ্যপাল বোস!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সোমবার দুপুর থেকেই রাজভবনে নজিরবিহীন ছবি। বম্ব স্কোয়াড, পুলিশ, কুকুর নিয়ে তল্লাশি। আর সেই তল্লাশি চলল স্বয়ং রাজ্যপালের নির্দেশে। আর ওই তল্লাশির পরই তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তল্লাশিতে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া জানিয়ে রাজ্যপাল কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।রাজভবনে চলছে তল্লাশি[ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি এবং আমার সাংবিধানিক সহযোগীর মধ্যে কথাবার্তা গোপনীয় থাকা উচিত। তবে সময়মতো সঠিক তথ্য রাজভবনের পক্ষ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 116

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

পৃথিবীর সামনে নত-হওয়া আসতে হবে। পৃথিবীর সামনে আস্থার সঙ্গে সমর্পণ করা আসতে হবে। তখনই এটা সম্ভব হতে পারে।"

"তারা এক বিশেষ গাছের নীচের মাটির প্রলেপ শরীরে লাগিয়েও অসুখ ঠিক করে। মাটির প্রলেপ দিয়ে স্নান করেও অনেক অসুখ ঠিক করা হয়।

**ক্রমশঃ**

# ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেনার, ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি ভাঙা রুখে দিল

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায়দান নিয়ে উত্তাপ বেড়েই চলেছে বাংলাদেশে। সোমবার বিক্ষুব্ধ জনতা বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ির ভগ্নাংশ গুঁড়িয়ে দিতে বুলডোজার নিয়ে রওনা দিয়েছেন। এর নেপথ্যে ছিল ইউনূস সরকার। তবে সেই অভিযান রুখে দিয়েছে সেনাবাহিনী। রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সঙ্গে উপস্থিত জনতাকে পাল্টা ধাওয়া করে সেনাবাহিনী।এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িটি আগুনে পুড়িয়ে দেয় ছাত্র-জনতা। তখন থেকেই হাসিনা রয়েছেন ভারতে।বুলডোজারের এগিয়ে আসার ঘটনা রুখে সেনাবাহিনী জানিয়েছে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই ধরনের কাজ করার কোনও নিয়ম নেই।

জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুর ১২টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে দিকে ট্রাকে করে বুলডোজার দুটি নিয়ে যাওয়া হয় । সেই সময়ে কিছু তরুণকে দেখা যায় বুলডোজারের ওপর বসে স্লোগান দিতে। তার পরেই পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় সেনাবাহিনী। তারপরেই স্লোগান দিতে থাকা তরুণদের বুলডোজার থেকে নামিয়ে দেয় সেনাবাহিনী।

একাধিক ছবি ভিডিও সামনে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, এক্সকাভেটর নিয়ে এগোতে চাইলে ছাত্র-জনতাকে রোখার জন্য প্রথমে সেনাবাহিনী ও পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে করা হয় লাঠিচার্জ। পাল্টা দিতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা । এই সময়ে বিক্ষুব্ধরা 'মুজিব বাদের আস্তানা এই বাংলায় হবে না', '৩২ নম্বর বাড়িটি ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' এই সমস্ত স্লোগান দিতে থাকে। 'যত বাধাই আসুক, খুনি শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পরপরই আমরা ৩২ নম্বর বাড়িটি গুঁড়িয়ে দিতে চাই। এখান থেকেই আমাদের ভাই-বোন, মা-বাবাকে গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই বাড়ির কোনো স্মৃতি আর রাখতে চাই না।' এই স্লোগানও শোনা যায়।

# ভোটমুখী বাংলায় আকাঙ্খা মোড়ে গাড়িতে মিলল টাকার পাহাড়!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভোটমুখী বাংলায় গাড়িতে টাকার পাহাড়। নারায়ণপুরের আকাঙ্খা মোড়ে গাড়িতে উদ্ধার পাঁচ কোটি টাকা। গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে বেঙ্গল এসটিএফ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির মালিক-সহ ২ জনকে। গোয়েন্দাদের অনুমান, নিউটাউন থেকেই টাকা আনা হচ্ছিল। টাকার উৎসের সন্ধানে বেঙ্গল STF। সোমবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। ৭৫ নম্বর হেমচন্দ্র নস্কর রোডে থাকা একটি বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। প্রায় ৬ জন আধিকারিক তল্লাশি চালান। চলতি মাসের শুরুতেও

এরপর ৪ পাতায়

# দিল্লি বিস্ফোরণে এবার নাম জড়াল নদিয়ার সাবিরের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

জেলে বসেই নাশকতার ছক! দিল্লি বিস্ফোরণে এবার নাম জড়াল নদিয়ার পলাশিপাড়ার বাসিন্দার সাবির আহমেদের। বর্তমানে সে মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগে জেলে রয়েছে। বন্দি অবস্থায় কীভাবে দেশবিরোধী কাজকর্ম চালাত তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে গোয়েন্দারা।গত ১২ নভেম্বর, বুধবার রাতে এস টি এফ, পলাশিপাড়া থানার সহযোগিতায় বড় নলদহ থেকে সাবিরের ভাই ফাইজাল আহমেদ আটক করে নিয়ে যায়। তবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা বলতে পারেনি পুলিশ। এই ঘটনার পর একটি সূত্র দাবি করে, সাবির জেলবন্দি অবস্থায় দেশ বিরোধী

কার্যকলাপ চালাতো। এবং দিল্লি বিস্ফোরণে যোগ রয়েছে তার। এই খবর ছড়ায় এলাকাতেও। যদিও এই দাবি মানতে চায়নি সাবিরের পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দার মিঠুন শেখ বলেন, “আমরা কেউই বিশ্বাস করতে পারছি না ও জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত।” কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ বলেন, "কিছুদিন আগে এসটিএফ সাবিরের ভাইকে নিয়ে যায়। তবে বিস্ফোরণের বিষয়ে সাবিরের যোগ থাকার বিষয়ে কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই।"সম্প্রতি দিল্লিতে লালকেল্লার রাস্তায় বিস্ফোরণ ঘটে। মৃত্যু হয় ১৩ জনের। ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জঙ্গিযোগ রয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃত শাহিনকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পারে, বিভিন্ন সোশাল গ্রুপের মাধ্যমে তারা এই কাজকর্ম চালাত। আর প্রতিটি গ্রুপের মেন্টর হিসেবে কাজ করতো শাহিন সাহিদ। সেই গ্রুপের সক্রিয় ছিল নদিয়ার জেলবন্দি সাবির আহমেদ। তদন্তকারী সংস্থা জানতে পেরেছে এই সাবির আহমেদ বিভিন্ন সময় ভারতবিরোধী প্রচার এবং দেশবিরোধী কাজে উৎসাহ প্রদানে সাহায্য করত।

(১ম পাতার পর)

# কল্যাণের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে', জানিয়ে দিলেন রাজ্যপাল বোস!

জানানো হবে।" রাজ্যপাল আরও জানান, তিনি নিজে আজ রাজভবনজুড়ে তল্লাশি চালান। তবে তৃণমূল সাংসদের উল্লেখ করা কোনও কিছুর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বৈরথ ক্রমশ বাড়ছে। শনিবার প্রথম রাজ্যপালকে নিশানা করেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ। রাজভবনে বোমা-বন্দুক রয়েছে বলে রাজ্যপালকে নিশানা করেন তিনি। রাজভবনের তরফে কল্যাণের মন্তব্যকে অবমাননাকর বলা হয়।

তারপরও থামেননি কল্যাণ। রবিবার ফের সরব হন তিনি। এরপরই উত্তরবঙ্গ থেকে সোমবার রাজভবনে ফিরেই রাজভবনের অন্দর ও প্রাঙ্গণ তল্লাশির সিদ্ধান্ত নেন রাজ্যপাল বোস। বম্ব স্কোয়াড, পুলিশ কুকুরের পাশাপাশি সিআরপিএফ ও কলকাতা পুলিশও আসে।

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তল্লাশি। সেই তল্লাশি শেষেই রাজ্যপাল বলেন, রাজভবনে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। এরপর সিভি আনন্দ বোস বলেন, "রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কিছু বলা, অভিযোগ তোলার প্রবণতা রয়েছে বাংলায়। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কিছু বললে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মনে করা হয়।

কিন্তু, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভুয়ো অভিযোগ করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।" কল্যাণকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" লোকসভার স্পিকারকে এই বিষয়ে জানানো হবে কি না, এমন প্রশ্নে রাজ্যপাল জানান, "সব পদক্ষেপ সময় মতো নেওয়া হবে।"

# সুন্দরবনে আবারো বাঘের আক্রমনে মৃত্যু এক মৎস্যজীবির

**সমতুল নস্কর , কুলতলী দক্ষিণ 24 পরগনা**

আবারো দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী ব্লকের দেউলবাড়ী দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটামারী গ্রামের, এক মৎস্যজীবী শম্ভু সরদার বয়স ২৬ পিতা অভিমান্য সরদার । গত দুদিন আগে কাঁটামারী গ্রামে আমৃত সর্দ্দারের কাঁকড়ার নৌকা নিয়ে অমৃত সদ্দার , বিজয় সর্দ্দার, ও শম্ভু সরদার এই তিন জনে গভীর সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে যায় । এবং গতকাল ১৭ ই নভেম্বর সকালে যথা নিয়মে

সুন্দরবনের খাঁড়ীতে কাঁকড়া ধরার জন্য নৌকা থেকে ডোন ফেলে -কাঁকড়া সহ ডোন তুলতে ব্যাস্ত থাকে, এবং চারিদিকে জঙ্গল থাকার জন্য নদীর খাঁড়ীতে ,ভালোভাবে মাঝি লক্ষ রাখতে ব্যার্থ হয়। অতকির্তে বাঘ নৌকাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শম্ভু সরদার কে তুলে নিয় চলে যায়। এবং সঙ্গীরা ও কাছে থাকা অন্য মৎস্যজীবিরা চিৎকার করতে থাকে ভয় পেয়ে বাঘ শম্ভুকে ছেড়ে দিয়ে দুরে সরে যায়। এই অবসরে শম্ভুর বডি নিয়ে সঙ্গীরা কাঁটামারী গ্রামে ফিরে আসে। বাড়ীতে শম্ভু বৃদ্ধ বাবা মা আছেন ও স্ত্রী অনেক আগে মারা গেছেন। শম্ভু একাই উপার্জন করতেন।

# আমেরিকার সঙ্গে এই প্রথম এক বড়সড় এলপিজি আমদানি চুক্তি সম্পন্ন করল ভারত

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫**

এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী আজ ঘোষণা করলেন যে, ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ব তেল সংস্থাগুলি ২০২৬-এর জন্য ইউএস গাল্ফ কোস্ট থেকে প্রায় ২.২ এমটিপিএ এলপিজি আমদানি করার এক বছরের চুক্তি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এটি ভারতের বার্ষিক এলপিজি আমদানির পরিমাণের প্রায় ১০ শতাংশ এবং ভারতীয় বাজারে

এরপর ৬ পাতায়

# কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা বিস্তৃত করতে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করল

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক আজ Employees' Enrolment Campaign, 2025 চালু করেছে। এটি একটি বিশেষ সর্বভারতীয় উদ্যোগ, যার লক্ষ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুগত্য উৎসাহিত করা এবং দেশের সকল যোগ্য কর্মচারীর কাছে সামাজিক সুরক্ষা পৌঁছে দেওয়া। এই অভিযানের আওতায় নিয়োগকর্তারা ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ - এই সময়কালে EPF কাভারেজের বাইরে থাকা কর্মীদের স্বেচ্ছায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন এবং EPF & MP Act, 1952 অনুযায়ী অতীতের অনিয়মগুলিকে সঠিকভাবে নিয়মিত করতে পারবেন। প্রচারাভিযানটি ১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাস খোলা থাকবে।

এই অভিযানের আওতায়, কোনো প্রতিষ্ঠানের বর্তমান EPF কভারেজ থাকুক বা না-থাকুক, যোগ্য সময়ের মধ্যে যোগ দেওয়া এবং বর্তমানে কর্মরত এমন যেকোনো কর্মচারীকে ঘোষণা করা যাবে। এই ক্ষেত্রে ঘোষিত সময়কালের কর্মচারী অংশের EPF অবদান (employee's share) আগে কাটা না হয়ে থাকলে পুরোপুরি মকুব করা হয়েছে। নিয়োগকর্তাদের কেবল নিয়োগকর্তা অংশের অবদান, ধারা ৭Q অনুযায়ী সুদ, প্রশাসনিক চার্জ এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য মাত্র ₹১০০ টাকার নামমাত্র জরিমানা জমা দিলেই তিনটি EPF বা কর্মচারী ভবিষ্য নিধি প্রকল্পের-ই সম্পূর্ণ অনুগত্য বলে গণ্য হবে।

এই উদ্যোগের ফলে EPF কাভারেজ উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হবে, কর্মশক্তির আরও বৃহৎ অংশ আনুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত

এরপর ৫ পাতায়

## সম্পাদকীয়

# বিচারের নামে প্রহসন!

দীর্ঘ শুনানির শেষে সোমবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করল সেদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। জুলাই অভ্যুত্থানে দেশছাড়া হওয়ার পর থেকে মহম্মদ ইউনুসের বাংলাদেশে অসংখ্য মামলা হয়েছে হাসিনার বিরুদ্ধে। গুরুতর মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে জুলাই বিপ্লবী ছাত্রদের উপর গুলি চালানো তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ, আয়নাঘর সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি।ট্রাইবুনালের মুখ্য প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম সওয়াল করে জানান, গণআন্দোলনের সময় প্রতিবাদীদের যে নির্যাতন করা হয়েছিল, সেই অপরাধের 'নিউক্লিয়াস' ছিলেন হাসিনা। ঢাকা সাউথ সিটির মেয়র শেখ ফাজেল নুর তাপস এবং হাসিনার ফোনের কথোপকথনের রেকর্ডের নথি আদালতে পেশ করেন আইনজীবী। তাঁর সওয়াল, হাসিনা ফোনে তাপসকে প্রতিবাদীদের উপরে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। তিনি এ-ও জানান, সেনাপ্রধানের সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা বলে 'অভিযান' শুরু করেছেন। ড্রোন, কপ্টারের মাধ্যমে নজরদারি চলছে। তিনি র‍্যাব, ডিজিএফআই-কে ধরপাকড়ের নির্দেশ দেন বলেও দাবি তাজুলের।চোখের সামনে দেখেছিলেন প্রতিবাদীদের বুকে গুলি করছে পুলিশ-রক্ষীরা। গুলি ছুটে এসেছিল তাঁর দিকেও। তাতে উপড়ে গিয়েছিল একটি চোখ। সেই খোকন চন্দ্র বর্মণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে গত ৩ অগস্ট বিচার শুরু হয় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে 'দ্য ডেইলি স্টার'। হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। সোমবার সেই সংক্রান্ত মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় সে দেশের পলাতক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ আদালত।

খোকন ছোট বাসের চালক ছিলেন। তিনি গত ৩ অগস্ট আদালতে জানান, ২০২৪ সালের ১৮-১৯ জুলাই নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড এলাকায় তাঁর চোখের সমানেই প্রতিবাদীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। খোকনের দাবি, গত বছর ৫ অগস্ট যাত্রাবাড়িতে তাঁর চোখের সামনেই গুলিতে প্রাণ যায় দুই প্রতিবাদীর। আহত হন বহু। এজলাসে দাঁড়িয়ে খোকন বলেন, ''আমি বিচার চাই। আমি চাই শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল, আইজিপি মামুন, কাউয়া কাদের ওরফে ওবায়দুল কাদের, শামিম ওসমান সাজা পান। আমাকে আঘাত করার জন্য, আমার হাজার হাজার ভাইদের খুন এবং জখম করার জন্য।''

হাসিনার পাশাপাশি এই মামলায় অভিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুন। হাসিনা এবং কামাল বাংলাদেশ ছেড়েছেন। মামুন রাজসাক্ষী হয়েছেন। তাঁকে শুনানির সময়ে আদালতে হাজির করানো হয়। খোকনের বয়ান রেকর্ড করে চ্যানেলে সম্প্রচারও করা হয়।

বাংলাদেশের আদালতে বিচার শুরুর পরেই নিহত এবং আহতদের জন্য ন্যায়বিচার চেয়ে আর্জি জানান অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ আসাদুজ্জামান। তিনি সওয়াল করে জানান, গত বছর অগস্টে যা হয়েছিল, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে 'জঘন্য অপরাধ'। খোকনের বয়ান রেকর্ডের পরে আদালতকক্ষে বাংলাদেশের গণআন্দোলন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র এবং কিছু ভিডিয়ো দেখানো হয়। তা দেখে স্তব্ধ হয়ে যান উপস্থিত লোকজন। সেই তথ্যচিত্রে 'পুলিশি অত্যাচারের' কথা তুলে ধরেছে গণআন্দোলনে নিহতদের পরিবার। সেই তালিকায় রয়েছেন আবু সাঈদ, মির মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ, মাহবুবুর রহমান সৈকতের পরিবারের সদস্যেরা। তাহির জামানের ছবি নিয়ে এক শিশু জানায়, তার বাবাকে খুব মিস্ করছে। সাংবাদিক তাহির ওই ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ। এই তথ্যচিত্র দেখে ভেঙে পড়েন অভিযুক্ত তথা রাজসাক্ষী মামুনও।

# বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রক্ষচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

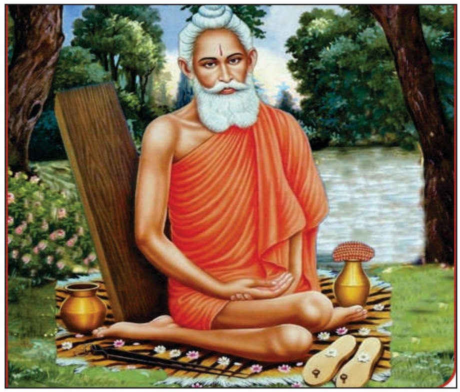

গ্রামে; যা এখন চাকলাধাম নামে লোকনাথ ভক্তদের নিকট পরিচিত।পার্শ্ববর্তী গ্রাম (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে বাস করতেন; ভগবান গাঙ্গুলী নামে ভারতবর্ষের নামকরা এক পন্ডিত। এগার বছর বয়সেই গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে; একমাত্র বন্ধু বেনীমাধব সহ সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তারপর গৃহত্যাগ করেন লোকনাথ। বাবা লোকনাথকে নিয়ে আছে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

# ভোটমুখী বাংলায় আকাঙ্খা মোড়ে গাড়িতে মিলল টাকার পাহাড়!

কলকাতার অন্তত ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। সল্টলেক সেক্টর ওয়ানেও চলে তল্লাশি। কিন্তু এবারের উদ্ধার হওয়ায় টাকার নেপথ্যে আদৌ কোনও দুর্নীতি না অন্য কোনও চক্র সক্রিয়, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।গাড়ি চেকিংয়ের সময়েই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। জানা গিয়েছে, গাড়ি থেকে পাঁচ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। বাংলায় এখন জোর কদমে চলছে এসআইআর। তার মধ্যেই ছাব্বিশের নির্বাচনের বাদ্যি বেজে গিয়েছে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের টিমও কিছুদিন আগে বাংলা থেকে ঘুরে গিয়েছে। তার মধ্যেই হঠাৎ করে এত বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। এই টাকা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। গত সপ্তাহেও ইডি-র অভিযানে কলকাতার বুক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়।

যদিও তা অন্য কারণে। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তারাতলায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি তদন্তকারীরা। বাড়ি থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। বেলেঘাটা-সহ কলকাতার আরও চারটি জায়গায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

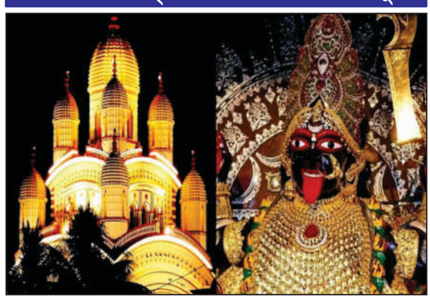

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দুঃখের কথা অশোকবাবুর বইতে আলোচিত মূর্তিগুলির একটির ছবিও নেই।

মেট মিউজিয়ামে রক্ষিত দ্বাদশ শতকের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি অলঙ্করণে কালীকে পাচ্ছি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল তথ্য ব্যবহারের জন্য নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো

নতুন দিল্লি, ১৭ নভেম্বর,২০২৫

**(প্রথম পর্ব)**

**মূল বিষয়:**

সমগ্র দেশ জুড়ে বিভিন্ন মতামত গ্রহণের পরে ২০২৫ সালের ১৪ নভেম্বর ডিপিডিপি নিয়মাবলী প্রকাশ করা হল। এই আলোচনা প্রক্রিয়াটিতে ৬,৯১৫-টি মতামত পাওয়া গিয়েছিল, যা চূড়ান্ত নিয়মাবলী গঠনে সাহায্য করেছে। এই নিয়মাবলী ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন, ২০২৩-কে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করে তুলবে।

**সূচনা**

ভারত সরকার ২০২৫ সালের ১৪ নভেম্বর ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (ডিপিডিপি) নিয়মাবলী ২০২৫-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন, ২০২৩ (ডিপিডিপি আইন)-এর সম্পূর্ণ কার্যকারিতা শুরু হল। আইন এবং নিয়মাবলী একসঙ্গে ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যবহারের জন্য একটি সুস্পষ্ট এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক কাঠামো তৈরি করেছে। এগুলি ব্যক্তিগত অধিকার এবং আইনসম্মত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের উপর সমান গুরুত্ব দেয়।

এটি চূড়ান্ত করার আগে ইলেকট্রনিক্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রক খসড়া নিয়মাবলী উপর জনসাধারণের মতামত চেয়েছিল। দিল্লি, মুম্বাই, গুয়াহাটি, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই শহরে পরামর্শ সভা আয়োজিত হয়েছিল। এই আলোচনাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণকারী যোগ দিয়েছিলেন। স্টার্টআপ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, শিল্প সংস্থা, নাগরিক সমাজ গোষ্ঠী এবং সরকারি বিভাগগুলি সকলেই বিস্তারিত পরামর্শ দিয়েছিল। এছাড়াও, সাধারণ নাগরিকরাও তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন। এই পরামর্শ গ্রহণের প্রক্রিয়া চলাকালীন মোট ৬,৯১৫-টি মতামত পাওয়া গিয়েছিল। এই অবদানগুলি চূড়ান্ত নিয়মাবলী গঠনে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এই নিয়মগুলি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হওয়ার ফলে, ভারতে এখন তথ্য সুরক্ষার জন্য একটি বাস্তবসম্মত এবং উদ্ভাবন-বান্ধব ব্যবস্থা তৈরি হল। এটি সহজে বোঝাবার বিষয়টি সমর্থন করে, নিয়ম মানতে উৎসাহিত করে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল পরিকাঠামোর উপর বিশ্বাসকে মজবুত করে।

ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন, ২০২৩ সম্পর্কে ধারণা

সংসদ ২০২৩ সালের ১১ আগস্ট ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন পাশ করেছে। এই আইন ভারতে ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরি করেছে। যখন সংস্থাগুলি এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ বা ব্যবহার করে, তখন তাদের কী করতে হবে, এই আইনে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আইনটি 'সরল' (SARAL) পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি। এর অর্থ হল এটি সহজ, সহজলভ্য, যুক্তিসঙ্গত এবং কার্যকর করার উপযোগী। আইনের ভাষা সরল এবং সুস্পষ্ট উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মানুষ ও ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি সহজে নিয়মগুলি

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

# কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা বিস্তৃত করতে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করল

হবে এবং নিয়োগকর্তাদের অতীতের ত্রুটি সংশোধনে একটি সহজ পথ তৈরি হবে। এটি সরকারের "সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষা"-র দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের দিকেই এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রচারাভিযানের আওতায় নিবন্ধিত নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীরা যোগ্য হলে P M Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) থেকেও অতিরিক্ত সুবিধা পেতে পারেন, যা দেশজুড়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং কর্মশক্তির নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করবে।

প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে কলকাতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় ভবিষ্যনিধি কমিশনার শ্রী বি. লালজামং সকল নিয়োগকর্তাকে অনুরোধ করেন এই অভিযানের সুবিধা গ্রহণ করতে এবং কর্মচারী/শ্রমিকদের P F / পেনশন/বিমা-সহ সামাজিক সুরক্ষার সব সুবিধা নিশ্চিত করতে।


## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৫ পাতার পর)

# ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল তথ্য ব্যবহারের জন্য নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো

বুঝতে পারে।

**ডিপিডিপি আইন, ২০২৩-এর অধীনে প্রধান পরিভাষাগুলি**

ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থা: এমন একটি সংস্থা যারা একা বা অন্য কারও সঙ্গে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে কেন এবং কীভাবে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করা হবে।

ডেটা স্বত্বাধিকারী: সেই ব্যক্তি, যার ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট। শিশুর ক্ষেত্রে, এর মধ্যে পিতামাতা বা বৈধ অভিভাবক অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনভাবে কাজ করতে অক্ষম কোনো দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাঁর পক্ষে কাজ করা বৈধ অভিভাবক অন্তর্ভুক্ত।

ডেটা প্রক্রিয়াকারী: এমন কোনো সংস্থা, যারা ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করে।

সম্মতি পরিচালক সংস্থা: এমন একটি সংস্থা যারা একটি একক, স্বচ্ছ, এবং আন্তঃ-পরিচালনযোগ্য প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে, যার মাধ্যমে ডেটা স্বত্বাধিকারী সম্মতি দিতে, পরিচালনা করতে, পর্যালোচনা করতে বা প্রত্যাহার করতে পারেন।

**আপিল ট্রাইব্যুনাল:**

টেলিযোগাযোগ বিরোধ নিষ্পত্তি ও আপিল ট্রাইব্যুনাল (টিডিএসএটি), যারা ডেটা প্রোটেকশন বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা আপিলগুলির শুনানি গ্রহণ করে।

এই আইনটি সাতটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলির মধ্যে রয়েছে সম্মতি ও স্বচ্ছতা, উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতা, তথ্যের ন্যূনতম ব্যবহার, নির্ভুলতা, সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতা, সুরক্ষার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জবাবদিহিতা। এই নীতিগুলি তথ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি ধাপকে নির্দেশিত করে। তারা আরও নিশ্চিত করে যে ব্যক্তিগত তথ্য কেবলমাত্র বৈধ এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

এই আইনের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল ভারতের ডেটা সুরক্ষা বোর্ড(Data Protection Board of India) গঠন করা। এই বোর্ড একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে কাজ করে, যা নিয়ম পালন পর্যবেক্ষণ করে, তথ্য লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত করে এবং সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করে। আইনের অধীনে প্রদত্ত অধিকারগুলি কার্যকর করতে এবং এই ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস বজায় রাখতে এটি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

**ডিপিডিপি আইন, ২০২৩-এর অধীনে শাস্তি/জরিমানা**

ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থাগুলির (Data Fiduciaries) নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ডিপিডিপি আইন যথেষ্ট বড় আর্থিক জরিমানা ধার্য করেছে। একটি ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থা যদি যুক্তিসঙ্গত সুরক্ষার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তবে সর্বোচ্চ ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। ব্যক্তিগত তথ্য লঙ্ঘনের বিষয়ে বোর্ড বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জানাতে ব্যর্থ হলে এবং শিশুদের সম্পর্কিত দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্য, প্রতি ক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। একটি ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থা দ্বারা আইন বা বিধিমালার অন্য কোনো লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা এবং এর ব্যবহারের জন্য দায়বদ্ধ থাকার স্পষ্ট দায়িত্ব এই আইন ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থাগুলির(Data Fiduciaries) উপর অর্পণ করেছে। এছাড়াও, এটি ডেটা স্বত্বাধিকারীদের (Data Principals) তাদের তথ্য কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা জানার এবং প্রয়োজনে সংশোধন বা মুছে ফেলার অনুরোধ করার অধিকার প্রদান করে।

আইন এবং নিয়মাবলী একসঙ্গে একটি শক্তিশালী এবং সুষম ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এগুলি গোপনীয়তাকে জোরদার করে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস তৈরি করে এবং দায়িত্বশীল উদ্ভাবনকে সমর্থন করে। এছাড়াও, এগুলি ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিকে একটি সুরক্ষিত এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক উপায়ে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে।

**ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নিয়মাবলী, ২০২৫-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ**

ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নিয়মাবলী, ২০২৫, ডিপিডিপি আইন, ২০২৩-কে সম্পূর্ণরূপে

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

# আমেরিকার সঙ্গে এই প্রথম এক বড়সড় এলপিজি আমদানি চুক্তি সম্পন্ন করল ভারত

মার্কিন এলপিজি চুক্তি এটাই প্রথম। মন্ত্রী এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল এলপিজি বাজার এবার থেকে খুলে গেল আমেরিকার জন্য।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত বিভিন্ন সূত্র থেকে সুলভে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে এলপিজি-র সরবরাহ নিশ্চিত করতে লাগাতার কাজ করে যাচ্ছিল। তারই অঙ্গ হিসেবে ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের আধিকারিকদের একটি দল ২০২৫-এর ২১-২৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করে এবং সেখানে প্রধান মার্কিন উৎপাদকদের সঙ্গে আলোচনা করে। এলপিজি ক্রয়ের জন্য বেঞ্চমার্ক হিসেবে মাউন্ট বেলভিউ-র ভিত্তিতে আলোচনা সফলভাবে সম্পন্ন হল এই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

শ্রী পুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানীগুলি সারা দেশে বাড়ি বাড়ি ন্যূনতম মূল্যে এলপিজি সরবরাহের সংস্থান নিশ্চিত করেছে। গত বছর আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজি-র দাম ৬০%-এর বেশি বৃদ্ধি সত্ত্বেও উজ্জ্বলার সুবিধাপ্রাপকরা ভর্তুকিতে প্রায় ৫০০-৫৫০ টাকায় সিলিন্ডার পেয়ে চলেছেন। যদিও প্রকৃত দাম ১১০০ টাকার বেশি। ভারত সরকার এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজি-র মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে পরিবারগুলিকে বিশেষ করে মা-বোনদের আড়াল করতে ৪০,০০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হয়েছে আগের বছর।

মন্ত্রী বলেছেন, ২০২৬-এ এই নতুন উৎসের ব্যবস্থা ভারতের শক্তি নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ পরিবারে সুলভে স্বচ্ছ রান্নার জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটি আরও একটি পদক্ষেপ।

# সিনেমার খবর

## ক্যামেরার সামনে গম্ভীর, সেটে বাচ্চাদের মতোই হাসিখুশি আরিয়ান খান: মোনা সিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খান পরিচালিত প্রথম ওয়েব সিরিজ 'দ্য ব্যাড্স অফ বলিউড' বর্তমানে রমরমিয়ে চলছে। কিন্তু এই বিশাল সাফল্যের পরেও ছবিশিকারিদের (পাপারাজ্জি) সামনে আরিয়ানকে দেখা যায় সেই গম্ভীর মুখেই। তার এই আচরণের নেপথ্যে বিশেষ কারণ রয়েছে বলে মনে করেন সিরিজটির অভিনেত্রী মোনা সিং।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আরিয়ান খানের সেট ও সেটের বাইরের স্বভাব নিয়ে কথা বলেছেন মোনা সিং।

মোনা সিং জানান, 'দ্য ব্যাড্স অফ বলিউড'-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে তাঁরা খুব চেষ্টা করেছিলেন যাতে আরিয়ান ক্যামেরার সামনে একটু হাসেন। কিন্তু তিনি হাসেননি। মোনার মতে, এটা আরিয়ানের পুরোপুরি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

তিনি বলেন, 'ও নিশ্চয়ই ক্যামেরার সামনে বিশেষ একটি ভাবমূর্তি ধরে রাখতে চায়। তাই ঠিকই আছে।' তবে শুটিং সেটের ভেতরের আরিয়ান কেমন, সেই প্রসঙ্গে মোনা বলেন, 'ও খুবই মিষ্টি। বাচ্চাদের মতোই। ওর মুখে সব সময়ে হাসি থাকে। নানা মজার কথা বলে আর হাসাহাসি করতে থাকে। প্রতিটি বিষয় নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত থাকে।'

অভিনেত্রী মোনা সিং আরও বলেন, 'সেটে প্রত্যেক অভিনেতা যাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, সে দিকে ও সব সময়ে খেয়াল রাখে। ওর কাজের সেটে সবাই খুব আনন্দে থাকে।'

মোনা সিং, আরিয়ানকে একজন ভাল অভিনেতা হিসেবেও অভিহিত করেন এবং জানান যে প্রত্যেকটি চরিত্রে আরিয়ান নিজেই অভিনয় করে দেখিয়ে দিতেন। পাশাপাশি শাহরুখ-পুত্রের রসবোধও নাকি খুব ভালো।

উল্লেখ্য, 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' আরিয়ানের প্রথম পরিচালনা। এই সিরিজে মোনা সিং ছাড়াও অভিনয় করেছেন ববি দেওল, মনোজ পহওয়া, লক্ষ্য, রাঘব জুয়াল প্রমুখ।

## 'অশ্লীল' ভঙ্গিতে নেচে সমালোচনার মুখে মালাইকা-হানি সিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

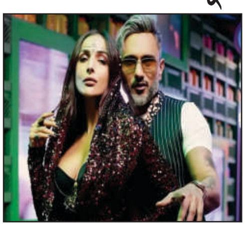

নতুন মিউজিক ভিডিও 'চিলগাম'-এ অশালীন অঙ্গভঙ্গির অভিযোগে সমালোচনার মুখে পড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মালাইকা আরোরা। ভিডিওটি প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হানি সিং ও মালাইকাকে ঘিরে চলছে বিতর্ক।

সম্প্রতি প্রকাশিত হানি সিংয়ের নতুন মিউজিক ভিডিও 'চিলগাম'-এ মালাইকা আরোরাকে দেখা গেছে নাচতে। ভিডিওর দৃশ্যে কখনও তাকে চুইংগাম চিবাতে, কখনও আবার জিভ বের করে নাচতে দেখা যায়। এই দৃশ্যগুলো অনেক দর্শকের কাছে 'অশালীন' মনে হয়েছে।

সামাজিকমাধ্যমে কেউ লিখেছেন, 'নাচের মধ্যে কোনো আবেদন নেই, শুধু অশালীনতা।'

তবে সমালোচনার পাশাপাশি কিছু ভক্ত হতাশাও প্রকাশ করেছেন। তাদের দাবি, একসময় 'ছাইয়া ছাইয়া' বা 'থামা থামা' গানের মতো জনপ্রিয় আইটেম গানে অনবদ্য নাচ উপহার দিয়েছিলেন মালাইকা। কিন্তু নতুন এই ভিডিওতে সেই মান বজায় রাখতে পারেননি তিনি। অনেকে গানটি নিষিদ্ধ করার দাবিও তুলেছেন।

ভিডিওতে ব্যবহৃত নাচের ধরনকে 'টোয়ার্কিং' বলা হয়; যেখানে মূলত নিতম্বের নড়াচড়া দিয়ে ছন্দ তৈরি করা হয়। অনেক দর্শকই বলেছেন, এই ধরনের নাচে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকায় মালাইকার পারফরম্যান্স দেখতে অস্বস্তিকর লেগেছে।

অন্যদিকে, কেউ কেউ তুলনা টেনে বলেছেন, সুনিধি চৌহানের 'আঁখ' গান বা তামান্না ভাটিয়ার 'গফুর' নাচের মতো সুষমা ও কোরিওগ্রাফি এই ভিডিওতে অনুপস্থিত।

## হাসপাতালে জিতুকে দেখতে শ্রাবন্তী

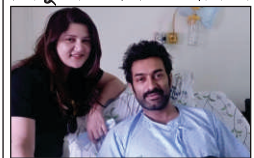

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড অভিনেতা জিতু কামাল ৫ নভেম্বর পরিচালক সাঁই প্রকাশ লাহিড়ীর 'এরাও মানুষ' সিনেমার শুটিং ফ্লোরে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার বুকব্যথার সঙ্গে কাঁপুনি জ্বর ওঠে। গতকাল কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় অভিনেতাকে। তার শারীরিক অবস্থা আগের থেকে অনেকটাই স্থিতিশীল। চিকিৎসকের নজরেই রয়েছেন অভিনেতা। ৬ নভেম্বর বিকালে হাসপাতালে জিতু কামালকে দেখতে যান অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। এ সিনেমায় জিতুর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অভিনেত্রী।

একটি সূত্র জানায়, 'এরাও মানুষ' সিনেমার সেটেই অসুস্থ হয়ে পড়েন জিতু কামাল। স্বাভাবিকভাবেই সহঅভিনেতার কুশল সংবাদ নিতে হাসপাতালে পৌঁছে যান অভিনেত্রী শ্রাবন্তী। হাসপাতালে পৌঁছে অভিনেতার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাও বলেন তিনি।

এর আগে পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষের বাবু সোনা সিনেমায় একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল জিতু ও শ্রাবন্তীকে। সিনেমার ফ্লোরের বাইরেও জিতুর সঙ্গে তার দারুণ বন্ধুত্ব দেখা যায়।

জানা গেছে, জিতু কামালের মাঝে মাঝে জ্বর আসছে, কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে। চিকিৎসক অনুমান করছেন সংক্রমণের কারণে জ্বর আসতে পারে। এখনই কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, চলতি বছর অভিনেতা জিতু কামালের ক্যারিয়ার গ্রাফ বেশ ভালোই। সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনেও তিনি সুপারহিট নায়ক। দীতিপ্রিয়া রায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে প্রথম থেকেই টিআরপিতে বেশ ভালো। সম্প্রতি দীতিপ্রিয়াকে নিয়ে বিতর্কে জড়ালেও জিতু ও দীতিপ্রিয়ার জনপ্রিয়তায় কোনো ছোঁয়া পড়েনি। বরং জিতু-দীতিপ্রিয়া জুটি এখন দর্শকদের চোখের মণি। সব বিতর্ক ভুলে দুজনেই আবার জুটি বেঁধে জমিয়ে দিচ্ছেন ছোটপর্দা।

অন্যদিকে শুধু ছোটপর্দায় ধারাবাহিকেই নয়, বড়পর্দায় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলীর সঙ্গে জুটি বেঁধে 'গৃহপ্রবেশ' সিনেমায় অভিনয়ে মুগ্ধ হন সিনেপ্রেমীরা। এই সময়ে বেশ কিছু সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত আছেন জিতু কামাল।

# মেসি-নেইমারদের অঞ্চলেও ক্রিকেট ছড়িয়ে দিতে বিশাল পদক্ষেপ আইসিসির

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

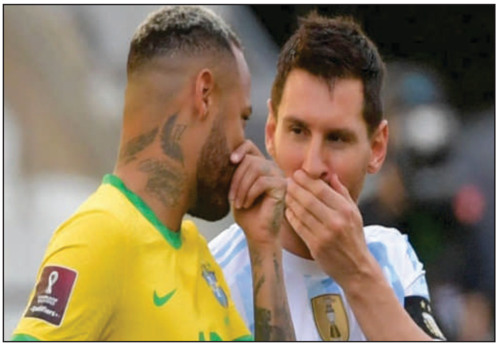

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, ওশেনিয়া— এই চার মহাদেশের কিছু দেশেই ক্রিকেট আবদ্ধ ছিল বহুদিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হিসেবে রাখলে আমেরিকাতেও ছিল, তবে মহাদেশটির মূল ভূখণ্ডে ক্রিকেট ছড়িয়ে পড়ছে বেশি দিন হয়নি।

তবে এতকিছুর ভিড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় ক্রিকেটের চর্চা হলেও কোনো বড় টুর্নামেন্টের আয়োজন হয়নি এতদিন। এবার সেখানেও ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়ার বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি।

যদিও সে সিদ্ধান্ত শুধু দক্ষিণ আমেরিকাকে কেন্দ্র করে নয়। দুই আমেরিকাকে নিয়ে হওয়া প্যান অ্যামেরিকান গেমসে এবার প্রথমবারের মতো যুক্ত হবে ক্রিকেট। যার ফলে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা আর নেইমারের ব্রাজিলেও ক্রিকেট আরও ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রকল্প বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট হয়েছে, আফ্রিকান গেমসেও যোগ হয়েছে ২০২৩ সালে। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক দিয়ে প্রায় ১২৮ বছর পর ক্রিকেট ফিরেছে বৈশ্বিক ক্রীড়ার সবচেয়ে বড় আসরে। এবার লাতিন আমেরিকায় প্যান অ্যাম গেমসেও নাম লেখাতে চলেছে ক্রিকেট। আগামী ২০২৭ সালের আসরে প্রথমবারের মতো এই গেমসে যোগ দেবে ক্রিকেট।

সবশেষ আইসিসি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই সভায় আরও কিছু সিদ্ধান্ত এসেছে মাল্টি স্পোর্টস গ্লোবাল ইভেন্টে খেলা নিয়ে।

২০২৮ সালের অলিম্পিকে পুরুষ ও নারী—দুই বিভাগেই অনুষ্ঠিত হবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। আইসিসি জানিয়েছে, মোট ২৮টি ম্যাচ হবে এই আসরে। প্রতিটি বিভাগে থাকবে ছয়টি দল।

ছয় দলের মধ্যে পাঁচটি দল আসবে পাঁচটি অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় দল থেকে—আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও ওশেনিয়া। স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি অংশ নেবে। ষষ্ঠ দলটি নির্ধারিত হবে বাছাইপর্বের মাধ্যমে। তবে সেই বাছাই টুর্নামেন্টের বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি।

ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক ইভেন্ট শুরু হবে ২০২৮ সালের ১২ জুলাই। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে লস অ্যাঞ্জেলেস শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিশেষভাবে তৈরি ফেয়ারগ্রাউন্ডস স্টেডিয়ামে।

এর আগে ২০২৬ সালে জাপানের আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে, ২০২৭ সালে মিশরের কায়রোয় আফ্রিকান গেমসে এবং একই বছরে পেরুর লিমায় পান-আম গেমসেও দেখা যাবে ক্রিকেটকে।

এখানেই শেষ নয়। ২০৩২ ব্রিসবেন অলিম্পিক গেমসেও ক্রিকেটকে যোগ করার আলোচনা চলছে। আইসিসির প্রধান নির্বাহী সঞ্জোগ গুপ্তা জানিয়েছেন, ২০৩২ সালের ব্রিসবেন অলিম্পিকে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্তির বিষয়েও আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, 'আমরা ব্রিসবেন ২০৩২ আয়োজকদের সঙ্গে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্তি নিয়ে অর্থবহ আলোচনা করেছি।'

আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ ও সঞ্জোগ গুপ্তা সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি), এলএ-২০২৮ এবং ব্রিসবেন-২০৩২ আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে ইভেন্ট আয়োজন, খেলার ফরম্যাট এবং যোগ্যতা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হয়।

## খেলাধুলাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত : ওয়াসিম আকরাম

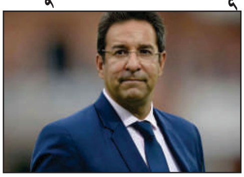

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সম্পর্ক বরাবরই তিক্ত। সম্প্রতি এশিয়া কাপের পর এই সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়। টুর্নামেন্ট চলাকালীন ভারতের ক্রিকেটাররা পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করেন।

এরপর থেকেই দুই দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মাঝে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এ ছাড়া পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির কাছ থেকে বিজয়ী ভারত ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় দুই বোর্ডের মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়।

এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম বলেছেন, ক্রিকেটে রাজনীতির কোনো স্থান নেই।

সম্প্রতি তিনি উইজডেন ক্রিকেটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দুঃখিত, কিন্তু ক্রিকেটে রাজনীতি আমি পছন্দ করি না। সোজাসাপ্টা বললে, খেলাধুলাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত। লিগ ক্রিকেটে সব দেশের খেলোয়াড়দের নেওয়া উচিত। সাহসী হোন, বড় হোন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হচ্ছে না। এখানেই আইসিসি ও ক্রিকেট বোর্ডগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দল বা লিগ কার মালিকানায় তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সব দেশের খেলোয়াড়দেরই সুযোগ দেওয়া উচিত।

## 'বিয়ের আগের এবং পরের কোহলির মধ্যে অনেক পার্থক্য'

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ বলেছেন, সময়ের সাথে বিরাট কোহলি পরিবর্তন হয়ে গেছেন। তিনি এখন অনেক শান্ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে মোহাম্মদ কাইফ কোহলির এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। তার ভাষ্যমতে, প্রথম দিকে কোহলি যেমন ছিলেন, এখন সে তুলনায় অনেকটাই বদলে গেছেন।

'বিরাট কোহলি এখন আগের তুলনায় অনেক শান্ত হয়ে গেছেন। বিয়ের আগের কোহলি আর বর্তমানে বিয়ের পরের কোহলির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এমনকি মাঠে নেমে রাবাদার বোলিংয়ের শুরুতেই আক্রমণাত্মকভাবে খেলে সে বাউন্ডারি হাঁকায় এবং ম্যাচটাও জিতে নেয়। তবে সে খুব শান্ত ও স্থির ছিল।'

কাইফ এও স্পষ্ট করেন যে, কেন কোহলি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর স্পন্সরদের সঙ্গে কোনো বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেননি। কারণ হিসেবে সাবেক এই ক্রিকেটার উল্লেখ করেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রির গুজবের পর কোহলি অপেক্ষা করছিলেন যে দলটির অবস্থা কোনদিকে যায়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR